Name of the study area: Urban.
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 53.44 minutes
ID: IDI_AMR101_HH_U_13 July 17

**Demographic Information:**

| Gender | Age | Education | Healthcare decision maker or caregiver? | Income | Ages and gender of children living in HH | Ages and gender of older adults living in HH | Ethnicity | Family members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 25 | Class-VII | HDM | 15000 | child of 19 months | 19 Months-Female | Banglai | Child-1, Husband(Res.)-Wife |

প্রশ্নকর্তাঃ রেসপন্ডেন্ট নেম "আ"। "আ" ইসলাম?

উত্তরদাতাঃ "আ" আলম।

প্রশ্নকর্তাঃ "আ" আলম। আ অ্যাড্রেস .....। আর হাউজহোল্ড, আন্ডার ফাইভ চিল্ড্রেন, ডিসিশান মেকার, বাচ্চার বয়স হলো ১৯ মাস, আরবান টঙ্গি। "আ" ভাই আমি আপনাকে বলছি যে আমি আসছি ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে। আমাদের এইখানে একটা রেকর্ডার আছে, এই রেকর্ডারে আমি আর আপনি অনেকগুলো কথা বলবো, যেহেতু আপনার বাসায় একটা..। আপনার বাসায় কে কে আছে একটু বলেন তো ভাই আমাকে একটু?

উত্তরদাতাঃ এইতো আমি আার আমার ওয়াইফ আর আমার বাচ্চা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা? আপনার বাচ্চার বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ এই ১৯ মাস!

প্রশ্নকর্তাঃ ১৯ মাস না!

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আ.. আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি সেলুনে কাজ করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি সেলুনে কাজ করেন? আপনার মান্থলি ইনকাম কেমন আসে?

উত্তরদাতাঃএই তো ১৫ হাজার।

প্রশ্নকর্তাঃ ১৫ হাজার টাকার মতো আসে না!

উত্তরদাতাঃ জ্বী ।

প্রশ্নকর্তাঃ আ.. এইখানে আপনারা কত দিন ধরে আছেন?

উত্তরদাতাঃ মানে তাও আমি..মানে ফ্যামেলি নিয়া?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ (তাহলে আমাদের কথাগুলো)?

উত্তরদাতাঃ ফ্যামেলি নিয়ে আপনার কত! ছয় সাত মাস।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা? আ.. ভাবি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ ওতো বাসায় কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো একটা পরিবারে ধরেন আপনারা তিন জন মানুষ আছেন এইখানে এনমুহূর্তে যদি আপনার বাচ্চাটা থাকে আপনাদের সাথে,এখন ধরেন দুই ধরনের মানুষের অসুস্থ্যতা বেশী হয়, ছোট বাচ্চা এবং বয়স্ক মানুষ।

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাসায় কি কোন বয়স্ক মানুষ আছে?

উত্তরদাতাঃ বয়স্ক নাই মানে তেমন বয়স্ক নাই আরকি মিডিয়াম বয়স্ক আছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ মিডিয়াম বয়স বলতে?

উত্তরদাতাঃতাও ৩৫/৪০ এমন বয়স হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,আর ছোট বাচ্চাটা আছে এইটা হচ্ছে আপনার নিজের।

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আর একটা জিনিস হইছে যে, পরিবার এই সাথে হইছে যে,আ.. যেহেতু আমরা শহরেই থাকি?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা টঙ্গি এবং আ.. এইটা কাছাকাছি হসপিটালটা কোথায় এখানে আপনাদের?

উত্তরদাতাঃ এখানে তো আমাদের সরকারি হসপিটাল এই যে, এই পাশে আর কি প্রায় এক কিলো মি:।

প্রশ্নকর্তাঃ  প্রায় এক কিলো মি:? তো যদি কোন ধরনের অসুস্থ্যতা হয় আপনার ধরেন আমরা কি করি ডাক্তারের কাছে যাই ..

উত্তরদাতাঃ জ্বী জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ হসপিটালে যাই কোন জাগাতে যাই তো এক্ষেত্রে পরিবারে আমরা ছোট বাচ্চার কথা বললাম, বয়স্ক মানুষের কথা বললাম আর একটা প্রাণী আছে ধরেন,আমরা যারা গ্রাম দেশে থাকি বা শহরেও আছে যদি কেই গরু ছাগল পালে গৃহস্থালি ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলোতে এই ধরনরে কিছু অসুখ বিসুখ হয় এনধরেন ওষুধ লাগে

উত্তরদাতাঃ লাগে হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন এ ধরনের ওষুধ আনতে হয় তা আমরা এই জন্য আপনাকে আ..এখানে বসছি আপনার সাথে কথা বলার জন্য যেহেতু আপনার বাসায় একটি ছোট বাচ্চা আছে এবং আ..বাচ্চাটা এখন কি অবস্থা একটু বলেনতো ওর শরীরের কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ এখন মোটামুটি সুস্থই আছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,এখন কি তার কোন জ্বর ,ঠান্ডা কাশি,কিছু আছে?

উত্তরদাতাঃ এমনে শুধু ঠান্ডা আছে আর কশি আছে।এই এতটুকুই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃএটা কত দিন ধরে হইছে কি অবস্থা!

উত্তরদাতাঃ এইতো ঈদে বাড়ি গিছিলাম আপনার ১১ তারিখে আসছি এই..তহন লাগছে আরকি। প্রায় ১০তারিখে বা ৯ তারিখে এমন সময় লাগছে ঠান্ডা

প্রশ্নকর্তাঃ এজন্য কি করেন আপনারা কোন ওষুধটষুধ খাওয়াছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ওষুধ তো খাওয়াইতেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ওষুধ খাওয়াছেন?

উত্তরদাতাঃএই যে,এমব্রোক্র।

প্রশ্নকর্তাঃ এমব্রোক, না!

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ এমব্রোক্র এইটা কি এন্টোবায়োটিক না কি আপনি কি এইটা জানেন? ওইডা কিসের জন্য দিছে ডাক্তার কি বলছিলেন যায়া?

উত্তরদাতাঃ এমনি ডাক্তারকে যায়ে বলছি যে ঠান্ডা আর কাশি আছে যে এমব্রোক্র ধরাই দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি নিজে গিয়ে বলছেন না বাচ্চা নিয়ে গেছেন?

উত্তরদাতাঃ না আমি নিজে গিয়ে বলছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথাকার ডাক্তার এটা?

উত্তরদাতাঃ এই যে এইখানেই স্টেশন রোডেই।

প্রশ্নকর্তাঃ স্টেশন রোডেই? আ..এরা কোথ্য় বসে?

উত্তরদাতাঃ এইটা ফর্মেসি থেকেই আনছি এই যে আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্মেসি থেকেই আনছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, তো তাহলে আপনার বাচ্চাটা এখনও ঠান্ডাতে ভুগতেছে না! আপনি ওষুধটা কি এখন খাওয়াছেন?

উররদাতাঃ হ্যাঁ খাওয়াচ্ছি একটু হালকা কমছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হালকা কমছে কিন্তু এইটা চলতিছে?

উত্তরদাতাঃ চলতিছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়দিন খাওয়াতে বলছে?

উত্তরদাতাঃ বলছেতো শেষ হওয়া প্রর্যন্ত।

প্রশ্নকর্তাঃ শেষ হওয়া পর্যন্ত? তাহলে আমরা ধরে নিলাম আপনার বাচ্চাটা একটু ঠান্ডা জ্বরে ভুগতেছে বা ঠান্ডা আছে হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে, ঠান্ডা জ্বরটা আছে যে এই জন্য আপনি ওষুধও নিয়ে আসছেন আপনার বাচ্চাটা আ. আমরা পরোবর্তিতে আইসে আপনার সাথে কথা বলবো যে তখন যদি আল্লাহর রহমতে তার শরীরের কি অবস্থা এইটা একটু জানবো।

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখন প্রথমতঃ আমি একটু শুনবো যে এইখানে তো আপনারা তিনজন এইছাড়া কি আপনার বাড়িতে এইখানে মাঝে মধ্যে এসে থাকে? আ.. কেউ আসে কিনা!

উত্তরদাতাঃ  নাহ! কেউ আসে না। মানে আসে দুই তিন মাস পর পর আরকি। আমার ওই যে, আব্বা বা আমার মায় এরাই আসে আরকি আইসে সাপ্তাহ খানিক থাইকে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু পার্মান্টেলি কেউ..

উত্তরদাতাঃনা না পার্মান্টেলি থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ  থাকে না , আপনারা তিনজনই থাকেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ  আচ্ছা, তো যেহেতু এখানে শহর আপনার মেইন ইনকাম হলো আপনি একটা সেলুনে কাজ করেন হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তা আপনার কোন গৃহপলিতো প্রাণী বা পশু আছে? কোন ধরনের এখানে কিছু পালেন?

উত্তরদাতাঃ না এখানে কোন কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে কোন কিছু নাই? আচ্ছা? আপনার বাসাতে আপনি চাকরীতে কতো দিন ধওে আছেন এখানে কাজ করতেছেণ কতকিন ধরে?

উত্তরদাতাঃ এই তো আট নয় বছর।

প্রশ্নকর্তাঃ আট নয় বছরে এই সেলুণেই কাজ করতেছেন?

উত্তরদাতাঃজ্বী জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই বাসাতে আপনার কি কি ধরণের জিনিসপাতি আছে?

উত্তরদাতাঃ এখন শুধু আপাততঃ তো এই আপনার () হান্ডিপাতিল এ্গুলাই আর এই যে () এগুল্াই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এগুলাই আছে না? তো সব মিলিয়ে আপনার ইনকাম কতো তাহলে?এখানে?

উত্তরদাতাঃ মানে মাসিক যে ইনকামটা? এই ১৫হাজার এমনই হয়,১৫/১৬ এমনই আয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে ইনকামটা হয় কিভাবে? ১৫ হাজার টাকা হয় কিভাবে একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ আমরা প্রোডাকশনের কাজ করি আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ আপনার ১০০টাকার কাজ করলে ৬০টাকা আমরা পাই। এতোটুকুই।

প্রশ্নকর্তাঃ দৈনিক আপনার কতো টাকার কাজ করা হয়?

উত্তরদাতাঃ দৈনিক এমনও আছে আপনরা ১৫০০হয় বা ১০০০হাজারও হয় বা অনেক সময় দেখা যায় যে সময় কাজ কামের চাপ  কম তহন ৮০০শ বা ৭০০শ এমনও হয় আরকি। মানে ৫০০শর নিছে নামে না আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ ৫০০শর নিচে নামে ?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ এজন্য আপনি  এভারেজে বলতেছেন যে..

উত্তরদাতাঃ ১৫ হাজার।

প্রশ্নকর্তাঃ  ১৫ হাজার?

উত্তরদাতাঃ জ্বীজ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ঠিক আছে আমরা একটু পরিবার সর্ম্পকে জানলাম এখন একটু শুনবো যে আপনার আ..স্বাস্থ্য সেবা নেওয়া যে ,এই যে আপনার বাচ্চাটা অসুস্থ্য হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আমরা এখন একটু শুনবো যে,পরিবারের সবার কি অবস্থ্যা এমনি শরীর স্বাস্থ্য আ.. বাচ্চাতো একটু অসুস্থ্য বলছেন আর ভাবি এবং আপনার..

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমরা দুইজনই এখন সুস্থ্যই আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ দুইজনই সুস্থ্য আছেন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ কেউ কি এরকম হয় যে, দেখলেন যে হঠাৎ করে আপনি কাজে যাইতে পারছেন না বা ভাবী আ.. বেশীভাগ সময় অসুস্থ্য হয়ে যায় এরকম কোন কিছু..।

উত্তরদাতাঃ না না বেশীভাগ সময় না। হয় মানে আর কি তাল বেতাল আরকি ওইটাতো জ্বর বা ঠান্ডা এমনই লাগে আরকি এয়াড়া বড় ধরনের কোন কিছু না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে,জ্বর ..জ্বর বা তাল-বেতালের কথা বললেন তাল-বেতাল বলতে একটু বুঝায় বলেন আমাকে ?

উত্তরদাতাঃ মানে অনেক দিন পর পর হয় আর কি। অসুখ ..অসুস্থ্য।

প্রশ্নকর্তাঃ সব সময় বা প্রায় হয়ে থাকে এরকম না?

উত্তরদাতাঃ না এরকম না।

প্রশ্নকর্তাঃ মাঝে মধ্যে এটা হয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বী জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ  তো এটা হলে এখন ধরেন,তার অসুস্থ্য হলে কে কাকে দেখে?

উত্তরদাতাঃ দেখি দুইজন দুইজনকেই দেখি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু যেহেতু এখানে অন্য কেইতো নাই সংসারে?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ খালি আপনারা দুইজই আছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ,তা এখন একটু বলেন এখন তো আপনার বাবুটা একটু জ্বর ঠান্ডা তো ওর দেখা শুনা বেশীরভাগ সময় করে কে?

উত্তরদাতাঃ ওর আম্মাই দেখে সব সময়। ওর আম্মা এই..আমি যহন কাজে থেকে আসি তহন একটু আমি যতটুকু সেবা যত্ন করা দরকার ততোটুকুই করি আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃএতটুক।

প্রশ্নকর্তাঃ ওর মা কি ধরনের সেবাগুলো করে?

উত্তরদাতাঃওইতো মানে যা করা লাগে আরকি বাচ্চাদের হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ বোঝেনইতো।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি চিকিৎসার কথা বলি আমরা যদি ওষুধের কথা বলি এই যে এখন সে অসুস্থ্য এাঁর জন্য তাকে কি করতে না রকরতে হবে এগুলো সিদ্ধান্ত গুলো কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ ওই-ই নেয় একটার বাচ্চার অসুস্থ্য হলে তো মা বুঝেনই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ এই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ মা কি করে আপনাকে কি বলছে বলেনতো? এই বাচ্চার যখন ঠান্ডা লাগবো তখন ভাবী আপনাকে কি কি বলছে?

উত্তরদাতাঃ কি কি বলছে বলতে ওই ডাক্তারের কাছে যাইতে বলছে ওষুধ আনতে বলছে এইগুলোতো আনলামই। ডাক্তারের কাছে গেলাম তারপরে বাচ্চাগো মনে করেন দুই একদিন পর পর  মানে গোসল করাইতেছে আর শরীল মুছায় দিতাছে। এই আরকি ভিজা গামছা দিয়া। তারপর তেল গরম কইরা মাখায়তেছেএই আরকি। ঠান্ডা কম লাগায়তেছে আরকি। যা বুঝায় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠন্ডাডা কখন লাগলো ,কিভাবে লাগলো একটু বলেন কিভাবে বুঝছেন আপনারা? ঠান্ডা লাগছে।

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগছে বলতে আমরা বাড়িতে গেছি দেশের বাড়িতে ওই খানে ওর নানার বাড়ি পানি তারপরে আমাদের পানি আবার ফের মনে করেন ঢাকার পানি এনসব পানি গুলা জায়গা হয়ে ঠান্ডাডা লাগছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এটা কখন বুঝলেন যে,ওর ঠান্ডালাগছে আপনারা কিভাবে বুঝলেন?

উত্তরদাতাঃমানে আমরা তো গিছি ২৬ তারিখে বাড়িতে ওই এতদিন ভালোই আছিলো আপনের ৮/৯ তারিখের থেকে এরকম সময়ই অসুস্থ্য হইছে আর কি। ৮/৯ তাখের মধ্যে। পরে ১১তারিখে আসলাম বাড়ি থেকে এই আরকি এসে ওষূধ টষুধ নিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কিভাবে বুঝলেন ওর ঠান্ডাটা লাগছে বা আ..

উত্তরদাতাঃ তখন ওর শরীরডা দুই একদিন গরম আছিলো।মানে গরম থাকা অবস্থায় পরে আমি ভাবলাম মনে হয় জ্বও টর আইছে তো এইকারনে ওতোডা বেশীটা ইয়ে করি নাই ঢাকাই যাইতেছে দুইদিন পর ওইখানে ডাক্তার দেখায় ওষুধ নিবো। এই আরকি। শরীল গরম আছিলো এই আরকি।  পরে এইখানে আইসে দেখি কি জ্বর আছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বরও আছে? করে করে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,তো.

উত্তরদাতাঃ তবে বর্তমানে জ্বরটা নাই শুধু ওই কাশিডা আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে,জ্বর বা ঠান্ডাডা লাগছে এইটা কতো দিন ধরে সে অসুস্থ্য?

উত্তরদাতাঃ এই তো তিন চার দিন থেকে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ গতো তিন চার দিন?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,এইজন্য কি কোন ডাক্তার চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ না এখনও সেই ধরনের বড় ডাক্তার দেখাই নাই এমনি ফার্মেসি থেকে ওষুধ আনছি আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু,কি করছেন একটু বলেন কি করছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ফর্মেসিতে যাইয়া বলছি যে, আমার মায়াডার এরহম কাশি বা নাক দিয়ে পানি পড়তেছে এই আরকি পরে এই এমব্রোক্র দিছে এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা ওকে সাথে নিছেন না আপনি একা একা গেছেন?

উত্তরদাতাঃ না ওকে সাথে নিয়ে গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ ওকে সাথে নিয়া গেছেন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ সাথে নিয়ার পরে ডাক্তার মানে ..এটা কি ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারই আরকি মানে আছে আরকি..ফার্মেসি ই.. এগুলাই আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ তো জ্বর টর মাপায় দেখলো তো জ্বর টর নাই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ শুধু এই কাশির জন্য আর এই যে নাক দিয়ে পানি পড়ার জন্য এমব্রোক্র দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,তখন এটা আপনারা এই ওষুধগুলা এখনও খাওয়াচ্ছেন তাকে?১০ঃ৩৩

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক আছে আমরা এই ওষুধের এখন দেখি ওর কয়দিন ধরে এটা চলতে থাকুক আমরা আবার আ.. দুই সপ্তাহ পরে এসে ওই বিষয়গুলা নিয়ে একটু কথা বলবো..

উত্তরদাতাঃ জ্বী জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন জানবো বর্তমান অবস্থা কি আছে। তো যাই হোক আমি একটু বসে আছি যে,আপনারা যে দৈনিদন ঘরের কাজ কর্ম করেন এগুলো করতে গিয়ে কি কষনও কেউ অসুস্থ্য হয়েছেন আপনি বা ভাবী?

উত্তরদাতাঃ না ! হইনি এখনও পর্যন্ত।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ধরণের অসুস্থ্যতা কোন ধরণের ভুগেছেন আপনারা?

উত্তরদাতাঃ না এখনও..।

প্রশ্নকর্তাঃ হঠাৎ করে কোন ধরণের জ্বর ঠান্ডা বা কেউ মাথাঘুরে পরে গেছে এরকম কো ঘঁনা ঘটে?

উত্তরদাতাঃ মাঝখানে আপনার ভাবী আরকি এরকম হইছে যাতে মানে শরীর দূর্বলের কারনে আরকি এই সমস্যাডা হইছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইছিলো একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ মানে আপনের পা টা গুলা যেমন খেইছে এরকম চাবাইতো আরকি ব্যাথায়।ব্যাথায় পা চাবাইতো তারপওে আপনার হলো আপনার মাথা ঘুরান দিয়ে উঠতো। এরজন্য আরকি ডাক্তার দেখইছিলাম পরে ডাক্তারে ক্যালসিয়াম ট্যালসিয়াম দিছে এগুলা তারপরে সিলাইন এই যে এস এম সির সিলাইন এগুলা খাইতে বলছিলো খাইছে পওে এখন সুস্থ্য আরকি মোটামুটি।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কত দিন আগের ঘটনা?

উত্তরদাতাঃ এইতো রমজানের আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ রমজানের আগে হইছে ?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি প্রায় হঠাৎ করে হয় না প্রায় প্রায় হয়?

উত্তরদাতাঃ এই হঠাৎ মানে ১৫দিন বা এক মাস পর পর আপনার ভাবী বলতো যে বলে একটু পা গুলা ব্যাথায় চাবাইতো আরকি। তারপরে আমি আরকি ডাক্তার দেখাইছি পরে এখন সুস্থ্য আছে মোটামুটি দুই মাসের মতো ধইর‍্যো এখনও দেখা দেয় নাই। মানে এই ধরনের রোগটা আর দেখা দেয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে,হঠাৎ কওে কেউ অসুস্থ্য হয়ে যায় বা যে জ্বর আপনাদের পরিবারের যদি কারো ধরেন জ্বর ঠান্ডা বা যে কোন ধরনের অসুস্থ্যতার জন্য আপনি কোথায় যান বা কার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ এই ফর্মেসিতে এক ডাক্তার বসে চেম্বার নিয়ে ওইখানে যাই ।ওইখানে ডাক্তার দেখাই পরে উনি ওষুধ টষুধ লেইখ্যা দেয় পরে আমি নিয়ে আসি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইযে নিতে হবে ভাবীর কথা বললেন যে,পা চিবাইছে বা ব্যাথা করছে এইটার জন্য যে একে যে ডাক্তার দেখাইতে হবে এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় উনি বলে আপনাকে না আপনি..

উত্তরদাতাঃ না আমি আমার থেকে বলি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে পরিবারের কারো যদি ওষুধ লাগে,কারো যদি ডাক্তারের কাছে নিতে হয় এই সিদ্ধান্ত গুলো কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমিই নিই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিই নেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বী। কারন আমিও তো বুঝি যে একজন ফ্যামিলির মধ্যে তিনজন মানুষ একজন অসুস্থ্য হইলেই সমস্যা এই ঘঁনায় একটু কিছু হইলেই আমি ডাক্তরের কাছে নিয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই ডাক্তার গুলো ও..এই যে আপনার পরিবারের এই যে এরা অসুস্থ্য হইছে বা হচ্ছে এদরকে যে কোথায় নিতে হবে কোন জায়গায়, প্রথম আপনার মাথায় কোথায় আসে যে কোথায় নিয়ে যাবো এবং কে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ প্রথমে এমনে সাধারণ কোন জ্বর-টর হইলে বা দেখা যায় যে ,দুই এক সপ্তাহ ধরে জ্বর-টর হইছে মানে এমন হয় নাই এখন যদি হয় আরকি তখন ভাবি আরকি না সরকারি মেডিকেলে নিই। ওইখানে যদি না হয় পরে ডাক্তার দেখাই এই আরকি। সরকারি মেডিকেলে ডাক্তার খালি দুই একটা ওষুধ এই এতোটুকু আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে ভাবীর যদি কোন অসুবিধা হয় তাইলে কি আপনি সাথে যান না ভাবী একা একা যায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমিই সাথে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চারটা ?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চাকে আমি নিই নিয়ে ওকে করে নিয়ে যাই আরকি রিক্রাসায় বা রিক্সা লাগে না কারন মানে এক কিলো মিঃ ও হবে না আরকি এতটুকুই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে প্রথম আপনারা কোথায় যাওয়ার কথা বললেন, কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ প্রথমে এমনে সাধারণ কিছু হইলেই ওই ফার্মেসিতে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ যে ডাক্তার বসে ওখানে যাই ওইখানে যাওনের পরে উনি ওষুধ দেয়, ওষুধ খায়ে যদি না সারে পরি আরকি ইয়া সরকারি মেডিকেলে যাই। ওইখানে..ওইখানে যদি ওরা দুই এক সপ্তাহের ওষুধ দেয় যা দিল না সারে পরে টেস্ট মেস্ট ধরায় দেয় গুলাই। এই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সাধারণ ওষুধ বলতে কোনটাকে বুঝায়ছে?

উত্তরদাতাঃ সাধারণ আপনার এই জ্বর বা কাশি বা ঠান্ডা বা নাক দিয়ে পানি পড়ে..

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ এই ধরণের গুলা আরকি আমরা ফার্মেসিতে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু, আর সরকারি হসপিটালে যান কখন?

উত্তরদাতাঃ সরকারি হসপিটালে যাই যখন ওইযে আপনের ওইযে আ..এক সপ্তাহ ধইরে জ্বর হইছে মানে এমনই আরকি যে এই এক সপ্তাহ ধইরে জ্বর হইছে এই ওষুধ খাইতেছি ঠিক হইতেছে না, তারপরে আরকি সরকারি মেডিকেলে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে, মানে প্রথম ফার্মেসিতে যাওয়ার কারনটা কি ?

উত্তরদাতাঃ প্রথম ফার্মেসিতে যাই যে, সাধারণ জিনিস এইগুলা এত বড় কিছু লাভ নাই। বোঝেন নাই? এগুলা আরকি। যে সাধণর জ্বর এগুলা ফার্মেসি থেকে ওষুধ খাইলে সারে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ এইজন্যে।

প্রশ্নকর্তঃ তো আপনাদের পাশেই তো সরকারি হসপিটালটা আছে

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ সেখানে না যায়ে এইখানে যাওয়ার কারনটা কি কেন আপনার কাছে মানে কেন যান?

উত্তরদাতাঃ যাই বলতে মানে ফার্মেসীতে গেলেই পরিচিত আছে উনি দেয় ওষুধ টষুধ

প্রশ্নকর্তাঃ হুম হুম

উত্তরদাতাঃ উনি ওষুধ টষুধ দেয় এই জন্য আরকি তো উনি আবার মানে মোটামুটি ভালোই জানে তো অনেক কিছুই ভালো জানে ওষুধ পানি ফর্মাসী বলে নাকি কোর্স করছে এই আরকি, পরিচিত আমাদের গ্রামেরই এই জন্যেই

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্মাসীর কি কোর্স করছে উনি জানেন আপনি শুনছেন ?

উত্তরদাতাঃনা এতোটা সঠিক জানিনা আরকি মানে এমনিতে উনার কার্ডের ভিতরে আছে ফার্মাসী কোর্স এগুলা মানে এইযে যেগুলা আপনার গ্রাম্য ডাক্তার যেগুলাকে বলে আরকি এই ধরণের আরকি (পাশে বাচ্চার কথা শুনা যায়)

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনার যে পছন্দ মানে আপনি যে এর কাছে যাচ্ছেন এই যে আপনার যে এর কাছে যাওয়ার একটা কারন বলতেছেন তার কি তাহলে ফার্মাসীর কোর্স করা আছে এই জন্য যাচ্ছেন নাকি অন্য কোন আরো কোন কারন আছে যেটা গেলে এখানে বেশি আপনার জন্য ভালো হয় এরকম কোন কিছু আছে কিনা কি আপনার কি মনে হয় ?

উত্তরদাতাঃ মানে এইখানে গেলেই সাধারন যে রোগ গুলা যেমন জ্বর ঠান্ডা এগুলার যে ওষুধগুলা দেয় মানে সারে আরকি ১০০ ভাগের মধ্যে মানে ৯৫ ভাগই আরকি সারে এইজন্য যাই আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম তো তাহলে আপনাদের পাশেইতো বল্লেন যে সরকারি হসপিটাল আছে

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তো সেখানে গেলে কি তারা সে ওষুধ দেবেনা

উত্তরদাতাঃ দেয় মানে ওরা ওতোটা গ্যারাজ্য করেনা মানে ওতোটা গুরুত্ব দেয়না এইজন্য আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ কারা গুরুত্ব দেয় না

উত্তরদাতাঃ এই সরকারি মেডিকেলের ডাক্তারেরা

প্রশ্নকর্তাঃ ইয়ে একটু বলেন আমাকে একটু বলেন কি হয় সাধারনত ওখানে

উত্তরদাতাঃ ওরা গেলে মানে মোটামুটি আপনার যতদিনের ওষুধ দেয় দুই -এক সপ্তাহের জন্য ওরা শুধু প্যারাসিটমল এগুলাই দেয় আরকি ধরায়ে এছাড়া মানে বড় কোন ওষুধ টষুধ দেয় না, মানে যেটা খাইলে সারবে যে এই ধরনের ওষুধগুলা ওরা সহজে দেয় না এজন্য

প্রশ্নকর্তাঃ কেন আপনার কাছে  কেন মনে হয় তারা এই ওষুধগুলা আপনাকে দিচ্ছেনা ?

উত্তরদাতাঃ কেন যে...কিভাবে বলব এখন কন,দেয় না কি করার,সাধারনভাবে এই প্যারাসিটামল এইগুলাই ..এইগুলাই দেয়, দিচ্ছে আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনারা যখন ফর্মাসীতে গেলেন সে ফার্মসীতেযাওয়ার পরে উনি যেই ওষুধগুলা দিচ্ছেন এগুলার জন্য কি কোন প্রেস্ক্রিপশন  অ্যা উনি.. উনি কিছু করেন ?

উত্তরদাতাঃ প্রেস্ক্রিপশন  আপনার ওইতো মানে সাধারন যে মানে আপনের কাশি টাশিএগুলার জন্য কোন প্রেস্ক্রিপশন  করা লাগেনা আরকি, এছাড়া যদিল  ওইযে আপনার মানে বেশি মোটামুটি ভালোই সমস্যা হচ্ছে এইগুলার জন্য প্রেস্ক্রিপশন  করে দেয় উনার ফার্মেসীতে একজন ডাক্তার বসে,উনাকে দেখাই পরে উনি কইরা দেয়,পরে ওইখান থেকে ওষুধ নেই, এই আরকি। মানে সাধারনভাবে আরকি আপনার এইযে যেমন নাক দিয়ে পানি পড়তেছে কাশি জ্বর এগুলার জন্যে আপনের প্রেস্ক্রিপশন  করা লাগে না। এগুলাতো  জ্বর সাধারন জ্বও আপনের নাপা টাপা খাইলেই সারে আরকি এই আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ একটি হইছে যার কোর্স করা  আছে ,

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি ।

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্মাসী কোর্স করা আছে একটু আগে যেটা আপনি বল্লেন,আরেক জনার ভিতরে ডাক্তার আছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি ।

প্রশ্নকর্তাঃ সে কি ডাক্তার ?

উত্তরদাতাঃ উনিও সরকারি মেডিকেলের ডাক্তার আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে কখন বসে ?

উত্তরদাতাঃ সহযোগিতা ডাক্তর আরকি ।এখানে বসে আপনার সকাল ৮ টা থাইকা দুপুর পর্যন্ত । আর বিকালে বসে আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ  তো আপনি কার কাছে যান মানে প্রথম কাকে বলেন অ্যা.. কি করেন বা ওরা কিভাবে দেয় একটু বলেন ।

উত্তরদাতাঃ প্রথম আপনার এই যে ফার্মেসীতে যাই যাওয়ার পরে ওই সরকারি মেডিকেলের ডাক্তার উনাকে বলি উনি বলে যে  হলো না এটা কোন ব্যাপার না এটা সাধারন ওষুধ খাইলেই সারবে নাপা -টাপা বা প্যারা যে ইয়ে এগুলা এম্ব্রোক্স - টোস খাইলে সারবে ,ওইটার জন্যে উনি প্রেস্ক্রিপশন করে না উনি বলে দেয় পরে উনি দিয়ে দেয় আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ মুখে এইটা কিভাবে বলে ?

উত্তরদাতাঃ মুখে বলে বলতে যে বলে যাও ফার্মেসীতে যায়ে বল যে বলে ... নাপা বা এম্ব্রোক্স এগুলো দিলেই হবে মানে এগুলো দিলেই সারবে আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ না সারবে তো ঠিক আছে,না তো আপনি বলতে চাচ্ছেন কি তাহলে একটা ফার্মেসীতে দুইজন মানুষ আছে ?

উত্তরদাতাঃজ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ একজন সামনের দিকে ফার্মসী কোসা করা আছে সে আছে,

উত্তরদাতাঃ উম্ মানে উনার আরকি নিজেস্ব ফার্মেসী তো এই জন্যে আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর যেএকজন  ডাক্তারের কথা বল্লেন ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা উনি  আরকি ভিতরে চেম্বার নিয়ে বসেন ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো উনাকে  যখন আপনি দেখান উনাকে কখন দেখান আর ওর কাছ থেকে কখন আনেন এটা আমি জানতে চাচ্ছি ।

উত্তরদাতাঃ উনাকে দেখাই বলতে মানে যেহেতু ইয়া উনি চেম্বার নিয়ে বসে উনাকে দেখাই আরকি যখন ওই যে বেশি অসুস্থ হয় বা এইডা ডাক্তার না দেখালেই না  তখন দেখাই আরকি বা এমনিতে সাধারন কোন জিনিস নিয়ে এই যায়ে বলি এই সমস্যা ডাক্তার দেখাবো না আপনি ওষুধ দিবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ কার সাথে এই আলাপটা করেন ?

উত্তরদাতাঃ ফার্মেসীতে যেয়ে আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে আপনার যে পরিচিত ফার্মাসী এই সে যে যার কথা বল্লেন ...

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি কোর্স করা আছে আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ তার সাথে প্রথম আলাপটা করেন ?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কি আপনার পরিবারে যেকোন ধরনের অসুস্থতার আপনি কার সাথে আলাপ করেন ?

উত্তরদাতাঃ এই নরমালি আরকি উনার সাথে বলি আরকি উনি যখন বলে বলে না এইটাতে আমি পারবনা উনি বড় ডাক্তার আছে উনাকে দেখাও

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ তখন আরকি উনাকে দেখাই বা এই ধরনের

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা । তো সেক্ষেত্রে ওই যে ভিতরে যে ডাক্তার আছে উনি কি প্রেস্ক্রিপশন করে ।

উত্তরদাতাঃ হ্যা উনি প্রেস্ক্রিপশন দেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি এ জন্য কি কোন ভিজিট নেয়?

উত্তরদাতাঃ ভিজিট নেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, কত টাকা ভিজিট নেয় ?.

উত্তরদাতাঃ এমনিতে উনার ভিজিট হলো ৩০০ টাকা, যেহেতু আমাদের দোকানের কাস্টোমার,এজন্য আমাদের কাছে ১০০টাকা রাখে

প্রশ্নকর্তাঃ ১০০টাকা রাখে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাও কিন্তু  ভিজিট নেয় ।

উত্তরদাতাঃ নেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ এবং উনি তো আসলে... আমরা যেটা শুনব সেটা হইছে যে মানে উনি যে ১০০ টাকা নেয়, আপনার পরিচিত বলে ১০০ টাকা নিচ্ছে ?

উত্তরদাতাঃ জ্বি ।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি ধরেন কোন একটা ওষুধের পরামর্শেরজন্য সে যে ওষুধগুলো লিখে দিছে এটা যখন দেয় তখন আপনারা কার কাছে আসেন।এই ওষুধগুলার জন্য কার কাছে যান।

উত্তরদাতাঃ মানে উনি যে প্রেস্ক্রিপশন করে দেয় ?

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি ।

উত্তরদাতাঃ প্রেস্ক্রিপশন করে দেয় তখন ওই যে আমরা আমাদের পরিচিত যে ফার্মেসী ওইখানে দেখি ওইখানে যদি না পাই বা.. অন্য কোন ফার্মেসীতে দেখি মানে যেখানে যেটা নাই ওইখান থেকে অন্য কোন ফার্মেসীতে দিই এই আরকি উনার কাছে যা আছে তাই দেয় আর যদিল না থাকে বলে আমার কাছে নাই অন্য দিকে দেখ বা উনি আইনা দেয় অন্য দোকান থাইকা এইধরনের ।(২১.১৩)

প্রশ্নকর্তাঃ তো সচারাচর যদি আপনার পরিবারের কোন ধরনের অসুখ হয় সে ওষুধের জন্য আপনারা কার কাছে যান? কোথায়যান ?

উত্তরদাতাঃ ওই দোকানেই যাই বেশিরভাগ সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ফার্মাসীতে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি আপনি যান না ভাবি যায় ?

উত্তরদাতাঃ না আমিই যাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ওখানে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ ওখানে যাই যেয়ে ওষুধ নিয়ে আসি পরিবারের অসুস্থ এইজন্য আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এখানে যাওয়ার পরে পরে কি আপনার কোন ধরনের সুবিধা বা কোন কিছু অ.অ. পান কিনা যেটা এর কাছে যান, আরো তো হাজার হাজার দোকান আছে,

উত্তরদাতাঃ হ্যা আছে আরকি তারপরেও মনে করেন দেশি এই জন্যে আরকি মানে গেলে কথা বার্তা অন্য রকম মানে বুঝেনই তো দেশি মানুষের প্রতি দেশি মানুষের একটা টানই থাকে অন্য রকম এই জন্যেই আরকি যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কোন ধরনের সুবিধা বা অসুবিধা হয় কি না কোন বাধা আপনার কাছে মনে হয় কিনা এখানে যাওয়া বা অন্যখানে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে?

উত্তরদাতাঃ না বাধা অন্য বাধা নাই আরকি এইজন্য আরকি, মানে যাই এই কারনে দেশী মানুষ গেলে একটু ভালোটাই দিবে আরকি বা ভালো পরামর্শ দিবে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভালো পরামর্শ দিবে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা,এইজন্যেই আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ তো আশা করি উনি যতদিন ওষুধ দিছে বা যতদিন পরামর্শ দিছে এখন পর্যন্ত খারাপ পাইনি এইজন্যেই আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কাকে নিয়ে গেছিলেন সেখানে?

উত্তরদাতাঃ মানে অসুস্থ হয়ে ?

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি ।

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ হয়ে তো যাই সবাই যাই, এমনে অসুস্থ ছাড়াও যাই আবার অসুস্থ হলেও যাই

প্রশ্নকর্তাঃ অসুস্থ সর্বশেষ কাকে নিয়ে গেছিলেন ?

উত্তরদাতাঃ ওই আপনার ভাবিকে নিয়ে গেছিলাম

প্রশ্নকর্তাঃভাবিকে নিয়ে গেছিলেন ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ওই যে পা ব্যাথা করে চাবায় এইগুলার জন্য ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর ওই যে বাবুর কথা যে বল্লেন যে বাবুকে ঈদের পরেই অসুস্থ একটু ঠান্ডা লাগছে।

উত্তরদাতাঃ হ্যা তখন উনাকে পাই নাই আরেক দোকানে গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কোথায় গেছিলেনে?

উত্তরদাতাঃ তখন উনার পাশেই আর একটা দোকান আছে ওইটাতে গেছিলাম

প্রশ্নকর্তাঃ ওর কাছে কেন গেলেন?

উত্তরদাতাঃ উনি নাই উনি বাড়িতে গেছিল এজন্য আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ তো সেখানে এইযে এই ফার্মসীগুলা থেকে আপনি ওষুধ আনেন আপনার যে পরিচিত লোকটার কথা বলছেন কি কি ওষুধ এখানে পান?

উত্তরদাতাঃ এইখনে যেটা যেটা প্রয়োজন আরকি এটা এইটা লাগে পাই মাঝেমাঝে, মাঝেমাঝে পাইনা,না পাইলে উনি আইনা দেয় আরকি অন্য দোকান থেকে আইনা দেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনিতে সাধারনত কি কি ধরনের ওষুধ উনি বিক্রি করে? কি ধরনের ওষুধ উনার ওখানে আছে?

উত্তরদাতাঃ সব ওষুধই আছে,তো যা যা লাগে একটা লোকের যতটুকু অসুস্থ বা যতটুকু লাগে আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ হুম।

উত্তরদাতাঃ আমরা তো আর ওতো কিছু বুঝিনা ওষুধের সম্পর্কে এইজন্য আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ হুম।

উত্তরদাতাঃ তবে আশা করি যা যা আছে সবই পাওন যায় আরকি উনার ওখানে।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম।ওখানে সব ওষুধই পওয়া যায়? কি কি ধরনের ওষুধ সাধারনত বেশি মানুষ কেনে বা আপনার কাছে আপনার কোন কোনটা রোগের জন্য বেশি যান ওখানে ?

উত্তরদাতাঃ আসলে কি মানে কি আর বলব।ওষুধের সম্পর্কে এতটা কিছু জানিনা আমরা আমাদের সবই দেখি সবই আছে বুচ্ছেন সবই দেখি সবই আছে আরকি এছাড়া কোনডা বেশি চলে কোনডা কম চলে এইটাতো আর আমরা জানিনা কারন..

প্রশ্নকর্তাঃ সাদারনত মানুষ কোন কোন অসুখের সঙ্গে ওখানে যায় ?

উত্তরদাতাঃ এইতো জ্বর, ঠান্ডা, কাশি- টাশি, বা হালকা পাতলা পাতলা পায়খানা এইধরনের আরকি পেটের সমস্যা বা শরীর কশা -টশা হইলে ওইখানে যায় আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পরিবারের সর্বশেষ কাকে এইরকম জায়গার মধ্যে নিয়েছেন

উত্তরদাতাঃ নিছি বাচ্চাকেও নিছি তারপরে বাচ্চার আম্মাকেও নিছি।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কাকে নিছেন?

উত্তরদাতাঃ সর্বশেষ তো বাচ্চার আম্মাকেই নিছি।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার আম্মাকে নিছেন তো রোজার আগে।

উত্তরদাতাঃ হ্যা এই..এইডাই শেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ আরএই যে বাচ্চা যে অসুস্থ হইলো ?

উত্তরদাতাঃ এইটা অন্য পাশের দোকান থেকে নিছি

প্রশ্নকর্তাঃ সেগুলোও তো ফার্মাসী?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ওগুলোও ফার্মাসী ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে একটা হইছে তার মানে এইখানে আপনার একজন হইছে আপনার পরিচিত মানুষ, উনাকে যখন না পাইছেন এইজন্যে আপনি আরেক জনের কাছে নিলেন,কিন্তু সবই তো একই ক্যাটাগরির দোকান।

উত্তরদাতাঃ হ্যা..একই ক্যাটাগরির ঠিক আছে মানে সবই পরিচিত,স্টেশন রোডে যতগুলা দোকান আছে সবগুলাই পরিচিত,কিন্তু এই কারনে ওই আমাদের দেশির কাছে যাই যে দেশি মানুষ এইজন্যেই ।

প্রশ্নকর্তাঃ এটাতে কি শুধু কি দেশি বা পরিচিতি বলে যান নাকি তার আরো কিছু গুন আছে যেগুলার জন্য আপনারা পছন্দ করেন।

উত্তরদাতাঃনা এই দেশি জন্য এইজন্য যাই আরকি বা।

প্রশ্নকর্তাঃ সেক্ষেত্রে কি..

উত্তরদাতাঃ দেশি বা এইজন্য যাই ভালোভাবে কথা-বার্তা বলে ব্যবহার-ট্যবহার ভালো দেখায় তারপরে সনমান-টনমান করে এই কারনে ইয়ের জন্য যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইযে আপনি বলতিছিলেন যে ফার্মাসীর কোর্স করা আপনি যখন ওষুধ কিনবেন বা আপনার বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন তখনকি আপনি এ বিসয়গুলো চিন্তা করেন যে আমি যে ওর কাছে যাবো ওর ওতা একটা ডিগ্রী থাকতে হবে বা কোন একটা কিছু আছে কিনা কি দেখে আপনি তাকে অ্যা..সিলেক্ট করেন যে আমি তার কাছ থেকে ওষুধ আনব বা তার কাছেই যাবো ?.

উত্তরদাতাঃ এই তো বাচ্চার বড় ধরনের বা আমাদের কোন বড় ধরনের অসুখ হইলে উনার ফার্মেসীতে যে.. চেম্বার নিয়ে বসে থাকে উনাকে দেখাই মেডিকেলের এইতো উনাকে দেখাই উনি পরে প্রেস্ক্রপশন করে দেয় তখন নিয়ে আসি উনার কাছ থেকে ওষুধ-টষুধ ।উনি বলে বলেযে আমি যেগুলা প্রেস্ক্রপশন করে দিছি সবগুলা এখানে পাবা সমস্যা নাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ (বোঝা যায়না)তাহলে দুই ধরনের ফার্মাসী..ফার্মাসীগুলো তো সবই এক ,এক জনার না পাইছেন আরেকজনার কাছে গিয়েছেন

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আমার কথা হচ্ছে ফার্মাসীতে আপনারা কেন যান,প্রথম পছন্দ করেন ফার্মাসী কারন কি?

উত্তরদাতাঃ প্রথম ফার্মাসী পছন্দ বলতে যাই আরকি যে ভালো ওষুধ দিবে এইজন্যেই আরকি, মানে সরকারি মেডিকেলে আমরা খুবই কম যাই আরকি মানে প্রয়োজন পড়েনা আরকি কারন  ফার্মেসী থেকে যেগুলা নিয়ে আসি এইগুলা খায়েই সারে আরকি ,এজন্য সরকারি মেডিকেলে খুবই কম যাই

প্রশ্নকর্তাঃএইখানে কি এইরকম কোন বিষয় আছে যে ফার্মেসী..

উত্তরদাতাঃডাক্তার সরকারি মেডিকেলের পয়সা লাগেনা সেইডাও ঠিক আছে বা এইখানে যাই যে বলে মানে যেডা  এইখানে মাংনা দেখামু ওইডা টাকা দিয়ে নিলে এইডা আরো তাড়াতাড়ি সারবে ভলো ওষুধ দিবে।

প্রশ্নকর্তাঃকোথায় ?

উত্তরদাতাঃফার্মেসীতে আরকি ওইজন্য আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে আপনারা ভালো সেবাটার জন্য এখানে যান।

উত্তরদাতাঃ হ্যা ফার্মাসীতে যাই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্মেসীতে.. যাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।(২৭.২৭ বোঝা যায়না) আমরা ওষুধের কথা জিজ্ঞেসা জানতেছিলাম যে কি কি ধরনের ওষুধ ওইযে আপনি বলছেন জ্বর ,ঠান্ডা বিভিন্ন রোগের জন্য আপনারা ওখানে ওষুধগুলো পান,এখন আমি একটু শুনব যে হুম..এ্যান্টিবায়োটিক কি এ বিষয়টাক আপনি জানেন ,এ্যান্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃনা..

প্রশ্নকর্তাঃ কখনো ওইটা শুনছেন এ্যান্টিবায়োটিকের বিষয়টা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা এ্যান্টিবায়োটিকের কথা শুনছি, কিন্তু মানে বাচ্চার জন্য এখনোএ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াইনি ,এমনিতে আমরা ওইযে আপনার ভাবি বা আমি মানে সাধারন কোন নরমালি ওষুধ খায়ে যদি না সারে পরে এ্যান্টিবায়োটিক দেয় পরে এ্যান্টিবায়োটিক খায়ে সারে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যান্টিবায়োটিক কি জন্য দেয় একটু বলেন।

উত্তরদাতাঃ এ্যান্টিবায়োটিক দেয় যেমন আপনের মনে করেন একটা ব্যাথা হইছে বা ব্যাথাটা সারতেছেনা ব্যাথার ওষুধ খায়ে তখন যায়ে বালি কি ওষুধ দেন না দেন এইডা নরমালি ওষুধ খায়ে ভালো হয় না , একটা ভালো ওষুধ দেন তখন এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভলো ওষুধ দিলে তখন এ্যান্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃ এ্যান্টিবায়োটিক দেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এ্যান্টিবায়োটিক কি ভালো ওষুধ, আপনার কাছে কি মনে হইছে আপনারা কিভাবে...

উত্তরদাতাঃ এখন এ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরপরি ঠিক হয় এইজন্যেই ভাবি যে না ভালো হতে পারে আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন এ্যান্টিবায়োটিক চান  আর কখন চান না ?

উত্তরদাতাঃ এ্যান্টিবায়োটিক নরমালি আগে দুই- তিন দিন খাই বা প্রথম যায়ে বলি তখন যে ইয়েটা দেয় যে কোর্সটা দেয় ওষুধের মধ্যে দিয়ে বলে এতদিন খাও এতদিন খাইলে ঠিক হবে, এতদিন খাওয়ার পরে যদি ঠিক না হয় পরে উনি এ্যান্টিবায়োটিক দেয় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রথম এ্যান্টিবায়োটিকের এইটা তো প্রথমে এই কথা বল্লেন প্রথম সাধারন ওষুধের কথা বল্লেন সেটা একটা কোর্স আছে এটা না সারলে তখন এ্যান্টিবায়োটিক দেয়,এ্যান্টিবায়োটিকের কি কোন কোর্স বা কোন দিন এগুলা কতবার খাইতে হবে এইসব বিষয়ে কি আছে ?

উত্তরদাতাঃনা এইগুলা তো জানিনা সঠিক মানে এমনিতে সাধরনভাবে যে নরমালি যে কোর্সগুলা দেয় যে বলে এইডা এই. এতদিন খাইতে হবে বা একসপ্তাহ বা দুই-তিন দিন খাইলে সারবে বা যদিল না সারার পরে, পরে আইসো পরে আমি ওষুধ দিমু ঠিকভাবে ,তো তখনি দেয় এ্যান্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তাঃ তখনি এ্যান্টিবায়োটিক দেয় ?

উত্তরদাতাঃ হুম.

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে এ্যান্টিবায়োটিকটা দেয় এইটার কি কোন কোর্স আছে কিনা কোন দিন কতদিন খাইতে হবে এরকম কোন কিছু আছে কিনা

উত্তরদাতাঃনা এইরকম নরমালি কোন অসুস্থতার ইয়া নাই আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ না নরমালে না ,আপনি তো ধরেন আপনার বাচ্চার জ্বরের জন্য গেলেন বা ঠান্ডার জন্যে গেলেন বা ভাবির বা আমার আপনার যেকোন লোকের জন্যে গেলাম ,যাওয়র পরে আমরা সাধারনত প্রথমেতো দিয়ে দিল নাপা সিরাপ কিন্তু সেটা খেলাম সেটা হয়তবা কাজ করলনা তখন ডাক্তার বলল তুমি আইসো পরে আরেকটা ওষুধ দিয়ে দিব, তখন সেটা বলতেছে এটা এ্যান্টিবায়োটিক এটা এতদিন খাবা, এতবেলা খাবা এরকম কোন বিষয় আছে কিনা ?

উত্তরদাতাঃ এরকম বিষয়.. হ্যা দেয় আরকি, যে বলে দুই-তিন দিন খাও এ্যান্টিবায়োটিকটা খাওয়ানোর পরে ঠিক হবে এইধরনের আরকি, দুই - তিন দিন বা সপ্তাহ খানেকের জন্য দিয়ে দেয় তখন খাই তখন ঠিক হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে এ্যান্টিবায়োটিক আপনি বলতেছিলেন যে আপনারা যান, আপনারা কি এ্যান্টিবায়োটিকের কথা বলেন না ডাক্তাররাই দেয়?

উত্তরদাতাঃ না ডাক্তারই ..যায়ে অসুস্থতার কথা বলি তখন উনি মানে যেডা খাইলে সারবে আরকি নরমালি তখন সেইডা দেয়, দেওনের পরে যদি না সারে তারপরে দেয় আরকি এ্যান্টিবায়োটিক ধরায়ে যে বলে.. যায়ে বলি বলে কি ওষুধ দিছেন না দিছেন এইডা খাইয়ে তো সারলোনা বা আর কতদিন খাইতে হবে এইধরনের সময়গুলার মধ্যেই তখনই আরকি এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা যে এ্যান্টিবায়োটিক তখন বুঝেন কিভাবে এইটা এ্যান্টিবায়োটিক .?

উত্তরদাতাঃএ্যান্টিবায়োটিক উনি বইলাই দেয় বলে একটা বা দুইডা এ্যান্টিবায়োটিক দিছি এইটা খাইলে সারবে।মানে নরমালের মধ্যেও আবার এ্যান্টিবায়োটিক ধরায় দেয় আরকি..

প্রশ্নকর্তাঃবুঝিনাই কথাটা একটু ভালো কইরা বুঝায় বলেন ।

উত্তরদাতাঃ আপনার যে সাধারনবাবে যে একটা নাপা দিল নাপাটা খাইলাম, খাওনের পরে উনি বইলা দেয় বলে এতদিন খাইতে হবে বা এই কয়দিন খাইতে হবে, খাওয়ানের পরে যদিল না ঠিক হয় পরে ওইডার সাথে আরাকটা নরমাল দেয় দেওনের পরে আরাকটা এ্যান্টিবায়োটিক সিস্টেমের অন্য কিছু দেয় আরকি ,বলে এইডা এ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় এইডা খাইলেই ঠিক হবে, এইডা এইডা খাইলেই ঠিক হবে ,তখনই ঠিক হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে কি একসাথে দিয়ে দেয় এ্যান্টিবায়োটিকটা একসাথে দেয় না ..এইটার প্রথমবার যেগুলা দিছে এগুলা ভালো হয়নাই পরে যায়ে আবার দিছে এ্যান্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ হ্যা হ্যা এইডাই

প্রশ্নকর্তাঃ কোনটা ?

উত্তরদাতাঃ মানে প্রথমবার যেগুলা দিছে এইগুলা খায়ে ভালো হয়নাই পরে বারে দিছে এ্যান্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ক্ষেত্রে কোনটা হইছে, আপনার  বাচ্চার ক্ষেত্রে বা অপনার ক্ষেত্রে কোনটা ?

উত্তরদাতাঃ  আমার বাচ্চাকে এখন পর্যন্ত এ্যান্টিবায়োটিক  খাওয়ান লাগেনি।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়ান লাগেনি?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইযে ভাবির যখন অসুস্থতা হইল তখন.. এ্যান্টিবায়োটিক আনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যা তখন এ্যান্টিবায়োটিক দিছিল আরকি ব্যাথা - বুথা মানে বা পা -টাচাবায় যে এগুলা কারনে এ্যান্টিবায়োটিক দিছিল আর ক্যালসিয়াম -ট্যালসিয়াম এগুলাই দিছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তখন এটা কি কোন নির্দিষ্ট দিন কয়দিন খাওয়াইতে হবে, কয়দিন কি করতে হবে এসব কিছু বলছে ?

উত্তরদাতাঃ এইধরনের কোন কিছু বলেনাই তবে দিয়ে দিছে আরকি মনে করেন দেখা যায় এমনিতে নরমাল ক্যালসিয়াম -ট্যালসিয়াম এগুলা দিছে একমাসের জন্য বা এ্যান্টিবায়োটিক দিছে দুই - তিন দিন বা  এক সপ্তাহ খাইতে হবে এইধরনের আরকি, মানে একদমই ফিক্স করা ডেট যে দিছে এইডা না  ।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহ খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ হুম।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিভাবে বলছে

উত্তরদাতাঃ এইডার যদি আপনের এ্যান্টিবায়োটিক দেয়, এ্যান্টিবায়োটিক আপনের হয়তোবা সকালে বা রাতে এইধরনের মানে যেকোন এক বেলা খাইতে বলছে আরকি আর এই নরমালি ওষুধগুলা এইগুলাই  ।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়দিনের জন্য দিয়েছে ?

উত্তরদাতাঃ এইতো সাপ্তাহ খানেক খইতে বলছে মনে হয় সাপ্তাহ খানেক হ্যা চার - পাঁচ দিন এমনই  খাইছি

প্রশ্নকর্তাঃ চার - পাঁচদিন খাওয়াইছেন? তো আমরা একটু জানতে চাই যে আপনারা যে ধরেন গিয়ে ডাক্তারকে রোগের কথা বলেন, আপনি বলতেছিলেন

উত্তরদাতাঃ জ্বি  ।

প্রশ্নকর্তাঃ তার পর উনারা ওষুধটা দেয় এই ওষুধের সাথে কি উনারা এ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেয় না পরে না.. এ্যান্টিবায়োটিক কখন দেয় ?

উত্তরদাতাঃএ্যান্টিবায়োটিক দেয় মানে দেখা যায় দু-এক কোর্স  খাইছি খাওয়ানোর পর ঠিক হয়না তখন এ্যান্টিবায়োটিকটা  দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে কি আবার যান ডাক্তারের কাছে না অ্যা..আমরা কি করি একজনার জ্বর হইছে বা একটু ঠান্ডা লাগছে ডায়রিয়া হইছে বা কলেরা হইছে বা যেকান ধরনের অসুখের জন্য আমরা যাই গেলেতো ডাক্তার এক গাদা ওষুধ দেয় সেটার মধ্যে এ্যান্টিবায়োটিক লেখে কি না, না..এগুলো খায়ে দায়ে না সারলে আবার যান আপনার হচ্ছে কি করেন আপনারা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা প্রথম যেগুলা দেয় এইগুলাতে তো আমারে এ্যান্টিবায়োটিক দেয় না ।

প্রশ্নকর্তাঃ দেয় না?

উত্তরদাতাঃ না । কিন্তু প্রথমগুলা খাওয়ানোর পর যদি না সারে পরের বার যখন যাই তখন এ্যান্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে ভাবিকে তো বলছিলেন এ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে তখন উনারটাকি প্রথম বারে দিছে নাকি সেকেন্ড টাইমে দিছে ?

উত্তরদাতাঃ প্রথম বারে দেয়নাই সেকেন্ড বারে দিছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ সেকেন্ড টাইমে যায়ে বলছেন যে ব্যাথাতো যায় নাই এজন্য এ্যান্টিবায়োটিক দিছে না ?

উত্তরদাতাঃ হুম..

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা , তো এ্যান্টিবায়োটিক আপনারা নিজেরা চায়া আনেন না ডাক্তার সাব নিজে দেয় ?

উত্তরদাতাঃ না ডাক্তার নিজেই দেয়। ওই বলি যে বলে কি ওষুধ দিছেন এগুলা খায়া সারতেছেনা বা এই ওষুধটা চেঞ্জ করে দাও, অন্য ওষুধ লেখে দেন যেটা খাইলে সারবে আরকি , তখন অন্য ওষুধ চেঞ্জ করে দেয় বা জিজ্ঞেস করে হচ্ছে সারছে কিনা তখন বলি বলে না সারে নাই বা অন্য ওষুধ দিছে তখন এ্যান্টিবায়োটিকটা লেখে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন এ্যান্টিবায়োটিক ব্যাবহার করা হয় আপনি কি জানেন ,এ্যান্টিবায়োটিক কেন দেয়?

উত্তরদাতাঃ এ্যান্টিবায়োটিক আপনের দিচ্ছে বলে প্রথম বার দিলাম ওষুধ খায়ে সারলো না পরে বার দেই এ্যান্টিবায়োটিক, এ্যান্টিবায়োটি দেওনের ফলে পরের বার সারে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ধরনের অসুস্থ হলে এটা ভালো কাজ করে ?

উত্তরদাতাঃএখন ..কিভাবে বলব ?

প্রশ্নকর্তাঃ না যেটা আপনি জানেন সেটা আপনি বলবেন যে আপনি আপনার ক্ষেত্রে যেমন ভাবির জন্য আপনি গেছেন এইরকম এ্যান্টিবায়োটিক কোন কোন রোগগুলোর জন্য বেশি ভালো কাজ করে আপনি কাছে কি মনে হয়, কোন অসুস্থতার জন্য?

উত্তরদাতাঃ এগুলা আমরা যেটাতে সুযোগ- সুবিধা পাইছি এ্যান্টিবায়োটিক খায়ে এই যেমন আপনার ভাবির ব্যাথা (পাশে কোন শিমুর কথা ) এই ধরনের আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ নাম জানেন ওগুলোর কি এ্যান্টিবায়োটিক খাইছে ভাবি ?

উত্তরদাতাঃ নামতো এতোদিনে এতডা মনে নাই ,কিজে দিছে না দিছে, তবে দিছে ভালো কম্পানিরই দিছে যেমন আপনের স্কয়ার কম্পানি, তারপর হলো স্কেপ কম্পানি মানে এই ধরনেরই কম্পানিরই দিছে আরকি ভালো ভালো কম্পানিরগুলা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যান্টিবায়োটিক আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে এটা জানেন ?

উত্তরদাতাঃ এটা জানিনা ।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে কাজ করে ?

উত্তরদাতাঃনা এটা জানিনা ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ডাক্তার সাব যখন দেয়, উনি কিভাবে দিচ্ছিল বলছিলেন ?

উত্তরদাতাঃ ওইযে মানে আপনের সাধারন যে অসুস্থগুলা..

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সেটা কি প্রেস্ক্রিপশনে লিখে দেয় নাকি মুখে মুখে বলে দেয় ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা প্রেস্ক্রিপশনে লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রেস্ক্রিপশনে লিখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইযে এ্যান্টিবায়োটিকটা আপনি আনতে যাবেন তখন কি যে ফার্মাসীর দিকে যাচ্ছেন বা কোথাও থেকে আনতে যাচ্ছেন তখন কিভাবে আনেন, এইটা দেখাইতে হয় না মুখে মুখে যায়ে বলেন যে এইটা ওষুদ এইটা দেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যা প্রেস্ক্রিপশন দেখাইতে বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ কি বলে ?

উত্তরদাতাঃ ফার্মেসীতে যায়া প্রেস্ক্রিপশন দেখাইবা এর পরে উনি ওষুধ দিবে, মানে...যখন ওষুধ দেয় তখন মানে যেটা যেটা আছে যেটা যেটা দেয় ওইডা ওইডা টিক চিহ্ন দিয়ে দেয়,তে বলে আমি এই ওষুধটা নিলাম মানে যেটা যেটা লেখা থাকে,ফার্মেসতিে যেটা যেটা পাওয়া যায় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম.

উত্তরদাতাঃ দেখা যায় আপনের এক জায়গায় দশটা ওষুধ লেখছে, এক ফার্মেসীতে গেলাম ওখানে পাঁচটা পাইলাম উনি যেই পাঁচটা দিছে ওই পাঁচটা উনি টিক চিহ্ন দিয়ে দেয়,এবলে আমি এই পাঁচটা ওষুধ দিছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন উনি টিক চিহ্ন দিয়ে কি মানে..উনাদের সবগুলো নাই এজন্য?

উত্তরদাতাঃনা থাকলেও বলতে অন্য দোকান থেকে আইনা দেয় সানে যতটুকু পারে আরকি, যে যেটা যেটা দেয় ওইটা ওইটা টিক চিহ্ন দিয়ে রাখে যে বলে আমি এই ওষুধটা দিছি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনারা কি প্রেস্ক্রিপশন ছাড়া কি কখনো এ্যান্টিবায়োটিক কিনেন ?

উত্তরদাতাঃ না প্রেস্ক্রিপশন ছাড়া এ্যান্টিবায়োটিক এরকম কোন দিন প্রয়োজন পড়েনি।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রয়োজন পড়েনি? কখনো প্রয়োজন পড়েনি?

উত্তরদাতাঃনা এখনো পর্যন্ত কোন প্রয়োজন পড়েনি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে তাহলে আপনাদের প্রেস্ক্রিপশন আপনারা নিয়ে আ.. নিয়েই যান, যখন আপনারা ইয়া কেনেন অ্যা.. এ্যান্টিবায়োটিক কিনতে যান তখন প্রেস্ক্রিপশন লাগে বলতেছেন তাইনা ।আপনারা কি এমন কোন আছে বা এ্যান্টিবায়োটিকের পছন্দ আছে যে এটা খাইলে ভালো কাজ করে বা এটা আপনারা পছন্দ করেন এইটাই আনলেন, কোন ওষুধের পছন্দ আছে?

উত্তরদাতাঃ না এরকম কোন কিছু পছন্দ নাই কিন্তু মানে যা দেয় আরকি এইডাই, মানে যেইডা খায়ে ভালো হয় এইডাই, যেটা যে রোগের জন্য যেটা ভালো হয় ওইটাতো (৩৭:২৫ - ৩৭:৩৪ বোঝা যায়না)

প্রশ্নকর্তাঃ অ্যা. যেই রোগ?

উত্তরদাতাঃ না যেই রোগে আরকি মানে এ্যান্টিবায়োটিক লাগে না ,সাধারন যে জ্বর, কাশি,ঠান্ডা ,ব্যাথাগুলা হালকা পাতলা এগুলাতে তো এ্যান্টিবায়োটিক লাগেনা এগুলাতো নরমাল কিছু খাইলেই সারে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম...

উত্তরদাতাঃ এইধরনের আরকি মানে এ্যান্টিবায়োটিক সহজে প্রয়োজন পড়েনা আনার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ,তাহলে কি নির্দিষ্ট কোনএ্যান্টিবায়োটিক পছন্দ আছে যে এইটা আপনার..খান আপনারা এইটা নিয়ে আসেন ?

উত্তরদাতাঃ না না এইধরনের..

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তারকে না বলেও যায়ে নিজে নিজে যায়ে বলছেন যে, ওই ওষুধটা খাইছিলাম ভালো লাগছে এই ওষুধটা দাও, এরকম কোন ওষূধ আছে কিনা ?

উত্তরদাতাঃ না না এই ধরনের কোন কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ধরনের কোন কিছু নাই না ? তো এই যে আপনি বলতেছিলেন বাচ্চার জন্য এ্যান্টিবায়োটিক লাগে নাই ,ভাবির যখন এ্যান্টিবায়োটিক আনছেন এগুলোর দাম কেমন ছিল? কত টাকা লাগছে অ্যা..হু

উত্তরদাতাঃ তাও একএকটা ট্যাবলেট মনে করেন ,৩০/৩৫ টাকা ২৫ টাকা আছে মনে করেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?আপনি অনেকগুলো দাম করছেন দেখি।

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে ভাবীরে কোন দামেরটা খাওয়াছেন।

উত্তরদাতাঃ আপনার ভাবীর জন্য প্রথমে দিছিলো..এ্যান্টিবায়োটিক আপনার দুইডা দিছিলো, দুইডা তিনডা দিছিলো আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী।

উত্তরদাতাঃ ওই দুইডা তিনডার মধ্যে একটা ২৫টাকার ছিলো আর একটা ৩৫ টাকার ছিলো আর একটা ২০ টাকা ছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু এগুলো কয়টা আনছিলেন কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃও.তিনডা ..তিনদিকের না চার দিনকার দিছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ সব গুলি খাওয়াছেন? কি অবস্থা উনার?

উত্তরদাতাঃসবগুলো খাওয়ানোর পর সুস্থ্য হয়ে গেছে এখন সুস্থ্যই আছে মোটামুটি অসুস্থ্য নাই আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই সবগুলো খাইয়ে কি উনি ,উনার কি ভালো লাগছে উনি কি খুশি আছেন? এানে আপনাদের কাছে কি মনে হয়ছে ওষুধগুলো খেয়ে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে?

উত্তরদাতাঃ হু এখনতো ভালোই আছে মোটামুটি।

প্রশ্নকর্তাঃডাক্তার সাহেব তিন দিনের ওষুধ দিছে না! কয় দিনের ওষুধ দিছে বললেন?

উত্তরদাতাঃ তিন চার দিনকার ওষুধ দিছে আরকি চারদিনের আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কয়দিনের আনছেন?

উত্তরদাতাঃ ওই আমিতো একদিনই আনছি সব ওষুধ একবারই।

প্রশ্নকর্তাঃ একবারেই আনছেন সবগুলাই এই চারদিনের লাইগাই পুরোডা আনছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ সবগুলাই খাইছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।সবগুলাই খাইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ নাকি কোন ওষুধ রইয়া গিছিলো?

উত্তরদাতাঃ না না !সবগুলা খাইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইযে দামের ওষুধ যে গুলা ২৫/৩৫ টাকা ওগুলো সবগুলো কিনছেন?

উত্তরদাতাঃহ্যাঁ এই সবগুলাই।

প্রশ্নকর্তাঃ সবগুলাই কিনছেন সবগুলাই খাইছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সবটাই খাইছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোন ওষুধ বাকি থেকে যা্য়নি বাসায়।

উত্তরদাতাঃ না না কোসের কোন ওষুধ বাকি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা সবগুলো খেয়েছে না? (৪০মিনিট)

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ তো উনি এগুলা খাওয়ার পরে উনার কাছে কি মনে হইছে উনি কেমন ফিল করতিছিলো? ঊা উনি সুস্থ্য হইছে কি না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সুস্থ্য হইছে ভালোই মোটামুটি ফিল করছে ভালো আছে এখন মোটামুটি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,তো এই যে ওষুধগুলো খাইছে ডাক্তার সাহেব যে গুলো প্রেসক্রিপসনে এন্টিবায়োটিকগুলো দিয়েছে এগুলো খাওয়ার পরে ভালো হইছে এখন কি এরকম কোন ঘটনা আছে কি না বা ঘটছে কিনা,যে ধরেন এই ওষুধ গুলো ভালো লাগছে এইজন্য দেহেন যে পাঁচদিনের দিছে আমি তিন দিন খাইছি ভালো হয়ে গিছি আর দুই দিনের ওষুধ রয়ে গেছে এইটা রাইখা দিছি । এইটাও খাই নাই। এরকম কোন কিছু?

উত্তরদাতাঃ না এরকম কোন কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কোন কিছু ঘটে নাই?

উত্তরদাতাঃ নাহ।

প্রশ্নকর্তাঃ () এইটা খাইছি ভালো হয়ে গিছি তাইলে এইডা রেখে দিই আবার ভবিষ্যৎে খামু?

উত্তরদাতাঃ না না এইডা এ ধরণের ..।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার যদি বভিষ্যৎে হয়? তাইলে কি আপনারা এই ওষুধ গুলো আনবেন না কি করবেন?

উত্তরদাতাঃ আবার নতুন করে ডাক্তার দেখামু তখন ডাক্তারে যা লেখে এইডাই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে নিজে নিজে বা যেটা খাইয়ে ভালো হইছেন ওইটা দেখাইয়া আনবেন না?

প্রশ্নকর্তাঃআচ্ছা,তাইলে আপনার বাসায় এখন যে ওষুধহুলো আছে সেটা কি কি বললেন? একটু নাম বলেন?

উত্তরদাতাঃ এমব্রোক্স আর হলো পারা।

প্রশ্নকর্তাঃ এমব্রোক্স আর হলো পারা এগুলো কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ  না এন্টিবায়োটিক না নরমাল।

প্রশ্নঃকর্তাঃ তো এগুলা কিসের জন্য দিছে?

উত্তরদাতাঃ তো এমব্রোক্স দিছে আপনার কাশির জন্য বা ডান্ডা বা নাক দিয়ে পানি পড়ে এজন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ আর ওইযে পারা ওইডে দুই দিন আগে দুইদিন জ্বর আইছিলো বাচ্চার এইজন্য দিছে আরকি ।

৪২ঃ মিঃ

প্রশ্নকর্তাঃ যদি আমরা এমনি সাধাণরতো চিন্তা করি কোন একটা জিনিস একটা সাবান কিনেন সবকিছু জিনিসের গায়ে কি আ ..কোনকিছু লেখা থাকে ডেট থাকে! ডেট!

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ডেট তো থাকেই অবস্যই।

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়াদউর্ত্তিণ বলতে আমরা কি বুঝি? মেয়াদ উত্তির্ণ এইকথাটার মানে কি?

উত্তরদাতাঃ এই..এইডে তো আমরা জানি যে,একটা তারিখ লেখা আছে যে বলে আ..এতো মাসের এতো সাল প্রন্ত চলবে বা এতো তারিখ প্রন্ত চলবে এধরণের আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ধরণের? এন্টিবায়োটিকের মেয়াদউত্তিণে তারিখ বলতে আমরা কি বুঝি?

উত্তরদাতাঃএ্যন্টিবায়োটিকের তারিখ বলতে..এহন কি কমু কন।

প্রশ্নকর্তাঃএইযে মেয়াদের কথা বলছেন যে কথা, এখানে আছে এই ওষুধডার গায়ে কি মেয়াদউত্তির্ণেও তারিখ আছে দেখেন তো ?

উত্তরদাতাঃ হু আছে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাইলে এইটা মানে কি বুঝাইছে? একটু বলেন আমায় বুঝান?

উত্তরদাতাঃ এইটা মানে বুঝাইছে যে আপনার যে..মেয়াদটা আছে !

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী।

উত্তরদাতাঃ এই মেয়াদের আগ প্রন্ত মানে যে তারিখ বা যে মেয়াদ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ তারপরে গিলিতো আপনার ডেট ইক্রপায়ার হবে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ ডেট এক্রপায়ার হয়ে যাবে?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন আর এইডে কি খাওয়া যাবে?

উত্তরদাতাঃ তখন তো এইডা আর খাওয়া যাবে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা? তাহলে ওই যে ডেটটা আছে এই প্রযন্ত খাওয়াবো তাইতো?

উত্তরদাতাঃ জ্বী তাওলে ওই পযন্ত বলতে আপনার এইখানে যদি আপনের একবছরকার ডেট থাকে একটা ওষুধ তাহলে ওইটা একবছর চলবে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যেমন ২০১৭ সাল ২০১৮ সালে এইটা চলবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ তাইতো তেই এর মধ্যে তো এই ওষুধটা এতো দিন পযন্ত যাবে না।এটা হয়তো আপনার একসপ্তাহ বা ১০ বা ১৫ দিন খাওয়ানোর পওে এইটা শেষ হয়ে যাবে। এইধরণের তো কিছু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তা এ্যন্টিবায়োটিকের মেয়াদউত্তির্ণ বিষয়টা কি দাড়ালো তাহলে?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিকটা তো..কি বলবো আর।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যন্টিবায়োটিকের মেয়াদউত্তির্ণ সেই একই কথা । যে যদি সে এন্টিবায়োটিক হয় এখানেও একটা গায়ে একটা ডেট এই ডেট থেকে এই ডেট প্রযন্ত এই ওষুধটা মানে আপনি আমাকে একটু বলেন,এই যে মেয়াদের কথা বললাম মেয়াদ উত্তির্ণও তারিখ যাদ পার হয়ে যায় । এক্রুপায়ার হয়ে যায়। ডেট ফেল হয়ে যায় কোন ওষুধের..

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃএটা কি খাওয়নো উচিত? কিনা।

উত্তরদাতাঃ না এইটাতো তহন খাওয়ানো উচিৎ না।তখন খাওয়ালে হয়তো বা আপনের খাবেন ভলোর জন্যে কিন্তু ওইডে তো আপনের রিএ্যাকশন করবে তখন।

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম?

উত্তরদাতাঃ যেমন ডেট এক্রুপায়াড মানে এইগুলাতো নষ্ট হয়ে গেলো আরকি। ডেটের পরে তো এইটা নষ্ট হয়ে গেলো।এইগুলাতো পওে আর খাওয়ানো ঠিক না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এইটাতো তহন আর খাওয়ানো যাবে না। এধরণের হয়তো কিছু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কখনও কি এন্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ এইটা তো আমার সঠিক জানা নাই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা তো এন্টিবায়োটিক খাচ্ছি কখন খাই?

উত্তরদাতাঃ যখন আপনার নরমাল খায়ে না সারে তখনতো এ্যন্টিবায়োটিক খাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তখনও কি এটা ক্ষতি করতে পারে কি না? (৪৫মিনিট)

উত্তরদাতাঃ হতে পারে ,ক্ষতি হইতে পারে আরকি ।

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম?

উত্তরদাতাঃ জানা নাই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ এহন ওইডে ক্ষতি করে না ভাল করে এইডে ডাক্তারই ভালো জানে।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তারই ভালো জানে?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয়, সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনি কি চিন্তা করেন যে..?

উত্তরদাতাঃ আমার কাছে তো মনে হয় ক্ষতিও আছে আবার ভালোও আছে হয়তোবা ক্ষণিকের জন্য ভালো এন্টিবায়োটিকটা আবার শেষের দিকে যায়ে হয়তো বা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। এইটেইতো।

প্রশ্নকর্তাঃ ক্ষণিকের জন্য ভালো আর শেষের ক্ষতি একটু ভাঙ্গে আমাকে বলেন আমরা তো দুজন কথা বলতিছি আলাপের মধ্যে দিয়ে যেগুলো আসবে সেগুলো আমরা জানবো।

উত্তরদাতাঃ আসলে কি ওতোটা আমার জানা নাই বা আপনি যেইভঅবে বলতেছেন সেইভাবে তো মনে হয় ক্ষতি হইতে পারে নাও হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ না মানে না ! আমিতো ক্ষতি হইতে পারে কি না আমি আপনাকে জিঙ্গাসা, জানতে চাইছি আমি কিন্তু আপনাকে বলি নাই যে এইটা ক্ষতি হবে বা এইটা ভালো হবে।আমি জানতে চাইছি কখনও কি মানুষের ক্ষতি করতে পারে কি না? যেহেতু আমরা এন্টিবায়োটিক খাই। বা আপনার ধারণাটি কি সেইটার ধারণা আমরা জানতে চাচ্ছি?

উত্তরদাতাঃএইটার ধারণা আমার নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার..

উত্তরদাতাঃ মানে ভবিষ্যৎে যার ক্ষতি করবে কি না এইটার ধরণা নাই আমার ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আপনার ধারণা নেই বা আপনার জানা নেই ?

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুবিধা নেই যেটা আমরা জানি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তো আপনার তো বাসাতে তো কোন ধরণের এই..গরু ছাগল গৃহপালিতো পশু পাখি নাই না!

উত্তরদাতাঃনা এইখানে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইখানে নাই? আচ্ছা? এখন আমরা একটু বিষয় জানবো সেটা হচ্ছে যে,এন্টিবায়োক্রয়াল রেসিন্টাট একটা বিষয় আছে সে বিটা সর্ম্পেকে আমরা একটু শুনবো।আপনি কি কখনও এন্টিমেটিরিয়াল বা এন্টিবায়োটিক রেসিট্যান্ট অসুস্থ্যতা সম্পর্কে শুনছেন?

উত্তরদাতাঃনা আমি শুনি নাই এগুলো।

প্রশ্নকর্তাঃ বিষয়টা কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃনা আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিমেটিরিয়াল রেসিট্যান্ট আ.. কি ধরণের সমস্যা তৈরী করে এই বিষয়টা কি জানেন?

উত্তরদাতাঃনা এইটা জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাই না! আচ্ছা এন্টিমেটিরিয়াল এ্যাসিট্যান্ট বিষয়টা হচ্ছে ধরেণ কোন একটা এইযে আপনার বলতিছিনা্ওইযে নির্দিষ্ট টাইমে একটা ডোজ ওইযে ওষুধ খাইতে হবে।যদি সে ওষুধটা আমরা না খাই সে টাইমটা যদি আমরা ফলো না করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এরকম প্রতিরোধ করার কথা আ.. সেটা দেখা গেলো যে হলো না।মানে সাত দিনের ওষুধ দিলো তিন দিন খেলেন তাহলে বাকি..

উত্তরদাতাঃ চার দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ চার দিনতো খান নাই?

উত্তরদাতাঃ নাহ!

প্রশ্নকর্তাঃ একটা নিয়ম মানেন নাই নিয়ম না মানলে কি হবে এটা যদি আমরা কন্টিনিউ করি সব সময় যদি নিয়ম ভাঙ্গতেই থাকি তাহলে ওই ওষুধের কার্যকারিতা নাও থাকতে পারে। ওইটা আপনার জন্য কাজ নাও করতে পারে।

উত্তরদাতাঃ জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাকে বলে রেসিস্টেট করা। মানে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, আমার ভিতরে,আপনার ভিতরে যে ওষুধটা কাজ করার কথা ছিলো সে ওষুধটা আর কাজ করবে না। তো এই যে,এন্টিবায়োটিক আমরা খাচ্ছি এন্টিবায়োটিক খাচ্ছি যে আপনি বলছেন যে,আমাদের যদি কোন অসুখ যদি না সাওে তখন ডাক্তার সাধারণ ওষুধে যদি না সাওে তখন ডাক্তার এন্টিবায়োটিকটা দেয়।তো এই এন্টিবায়োটিক যদি আমরা মাএার চেয়ে বেশী খেয়ে ফেলি আবার যদি মাএার চেয়ে কম খাই মানে নিয়মটা না মানি তাহলে কিন্তু এটা কাজ না্ও করতে পারে।

উত্তরদাতাঃ জ্বী জ্বী।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইটা কি আমাদের জন্য ক্ষতি হতে পারে কি না,ক্ষতিকর হবে কিনা ভবিষ্যৎে আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অতিরিক্ত খেলে ক্ষতি হবে অবশ্যই দেখা যায় আপনারে ডাক্তারে দিছে তিন দিন বা চার দিন ধইরে এন্টিবায়োটিক দিছে সেক্ষেএে আপনি আট নয় দিন খান খায়া ফেলান সেক্ষেএে ক্ষতি হবেই অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার যদি আমরা কম খাই?

উত্তরদাতাঃকম খাইলে তো আপনার রোগ প্রতিরোধটা বাড়তেই থাকলো আপনার..

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে..?

উত্তরদাতাঃ রোগপ্রতিরোধটা আপনার নষ্ট করে ফেললো।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাকি চিন্তার বিষয় আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে. রেসিট্যান্ট যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করবো এইটাকি আমাদের উদবেগের বিষয় কিনা, আমাদের চিন্তার বিষয় কিনা?

উত্তরদাতাঃ হ সেটা তো ঠিক চিন্তাও করাও লাগবে আবার নিয়মও মানতে হবে এইডাইতো।

প্রশ্নকর্তাঃ চিন্তা বলতে কি ধরণের চিন্তাডা একটু যদি বলে যে এইটা আ.. আমরা কি ধরণের নিয়ম মানবো..?

উত্তরদাতাঃ চিন্তাডা বলতে মনে করেন আপনার একটা রোগ হইছে..

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী।

উত্তরদাতাঃ এই রোগটা আপনার ডাক্তারে এতোদিনের একটা ওষুধ..কোর্স দিছে ওই ওষুধটা এতদিন খাইতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি ১০ দিনকার ওষুধের কোর্স দেয় সেক্ষেত্রে যদি আমি ৫ দিন খাই সেক্ষেত্রে আমার রোগডা সরলো না বা রোগপ্রতিরোধটা আমার নষ্ট করে ফেললো।এই ধরণের চিন্তাভাবনা যে আমার ভালো হইতে হবে সুস্থ্যতো হইতে হবে আমাকে এরম চিন্তাভাবণা থাকলে তো কোন ক্ষতি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে কি করতে হবে যাতে  আমরা যেটা সবসময় ভালো থাকি সুস্থ্য থাকি এজন্র আমাদের কে কি করতে হবে?

উত্তরদাতাঃ এজন্য তো  আমাদের ভলো নিয়ম কানন মানতে হবে বা যে জায়গায় গেলে রোগ প্রতিরোধ হবে সে জায়গায় লাগবে ওই জায়গায় যাওয়া লাগবে।এই ধরণরেন চিন্তা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ  এই যে , এন্টিবায়োটিক রেসিট্যান্ট জাতিয় যে অসুস্থ্যতার  কথা বললাম। যেটা যদি আমরা নিয়মডা ঠিকমতো না মানি তাহলে হয়তোবা এইটা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শরীল নষ্ট করে দেবে তখন এটার জন্য আমরা কি ভাবে দূর করতে পারি। এই যে সিস্টেম এই এন্টিবায়োটিক রেসিট্যান্টটা কিভাবে দূর করা যায় কি করতে হবে এর জন্য? (৫০মিনিট)

উত্তরদাতাঃ এইজন্যতো আপনার মানে যে রকম কোর্স দেবে সেটাতো আমাকে সারাতেই হবে। এইযে আমাকে ১০ দিনকার কোর্স দিছে ১০ দিন আমকে ওষুধ খাইতেই হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ এইডাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ঠিকআছে আসাতে আমরা অনেক কথা বলালাম আপনার আ..এই ব্যস্ততার মাঝেও আপনার কাছ থেকেও অনেক সময় নিলাম। আশা করি আপনি ভালো থাকবেন।আপনার বাবুটির ঠান্ডাজ্বর আছে আমরা এজন্য আরএকদিন দুই সপ্তাহ পরে আপনার বাসায় আরএকবার আসবো। তার অবস্থা দেখার জন্য।ততোদিন প্রর্যন্ত  আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ্য থাকবেন সবাই মিলে। আর আপনার যদি কোন ধরণের প্রশ্ন থাকে আপনি আমাকে জিগাসা করতে পারেন। আসলামুআলাইকুম।

ওর নামটা কি বলছিলেন জানি? মনি? ..... মনি না?

উত্তরদাতাঃ ..... মনি, হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আপনার বাসায় রাখবেন। এই যে এন্টিবায়োটিক এর রেজিস্টিন্ট এর যে কথাটা আমরা বললাম, এইটা দেখলেই বুঝবেন যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টিন্ট এর শুরুটা কিভাবে হয়। দেখেন, এন্টিবায়োটিক এর অযথা ব্যবহার। অতিরিক্ত ব্যবহার, অপয়োজনীয় ব্যবহার, যেমন -ভাইরাস জনিত, অসম্পূর্ণ কোর্স, অপব্যবহার, রোগীরা ফার্মাসী থেকে এন্টিবায়োটিক কিনে নেয়। এই যে দেখেন একজন ডাক্তার আছে, সে ভিতর থেকে ওষুধ দিচ্ছে, প্রেসক্রিপশন না নিয়ে সে ওষুধ নিয়ে আসছে এবং ঐটা খাওয়া শুরু করছে। এইটা যদি খায় তখন কি হবে? এন্টিবায়োটিক দুই ধরনের হয়, একটা হইছে ভাইরাস আর একটা হইছে ব্যাকটেরিয়ার কারনে হয়। এই যে এইটা ব্যাকটেরিয়া।

উত্তরদাতাঃ হু হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে জ্বর হইছে এইযে দেখেন ওষুধ টষুধ হাবিযাবি খাওয়ায় দিছে। এখন খাইতে কইছে.. দেখেন এই আরো কতগুলা খাইতে কইছে। কিন্তু কোর্সটা সম্পূর্ন করেনাই। সে মাত্র ৫টা খাইছে। ৫টা খায়া থাইমা গেছে। তাইলে পূর্ণ করছে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে যেই কথাটা আপনি বল্লেন আমি বললাম। যদি আমরা কোর্স পূর্ণ না করি তাহলে কি হবে? অসুখটা ভাল হবেনা। ভাল না হয়ে অর্ধেক ভাল হবে। দেখা যাচ্ছে এখন আপাতত মনে হইছে সুস্থ্য হইছে, ৫দিন খাওয়াইছেন, ৭ দিনের দিছে ২দিন খাওয়ান নাই। ৫দিন দিছে ভাল হয়ে গেছে, ধুর আমি আর এইটা খামুনা। আমি আর এইটা খাবনা, তাইলে আপনি এইটা রেখে দিলেন। অথবা বাসাতে ৭দিনের ওষুধ আনছেন, ৫দিনেরটা খাওয়াইছেন ২দিনেরটা রেখে দিছেন, আর খাওয়াননি। তাহলে কিন্তু আমরা কোর্সটা সম্পূর্ণ করলামনা।

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে কোর্সটা যদি সম্পূর্ণ না করি তাহলে কি হবে? ভবিষ্যতে এইটার রেসিস্টেন্ট মানে প্রতিরোধ ক্ষমতাডা নষ্ট করে দেবে। আর আপনার শরীলে আমার শরীলে ঐ ওষুধ আর কাজ করবেনা। এখন ওষুধ এইবার কোনটা দিব? শুনেন কিনা? মাঝে মধ্যে যে আপনারা দোকানে বসেন, বা সব জায়গায় যান? ঐ বেটার কোন ওষুধ ধরেনা, এইরকম দেখবেন মুরুব্বীরা, ওষুধ খাইতে খাইতে দুনিয়া তেজপাতা বানায় ফেলায়ছি। সব জায়গা থেকে ডাক্তার কবিরাজ সবার ওষুধ খাইছি, ওষুধ এখন আর ধরেনা আমারে। কারনটা কি? খাওয়ার কথা নাপা খাইয়া বইসা রইছে নাপা এক্সট্রা।

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ ওভার ডোজ খাইছে। বা কম ডোজ খাইছে। নিয়মটা মানেনাই। ফলো করেনাই। তাইলে রেসিস্টেন্ট হয়ে যাবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এইযে আমরা এইটার জন্যে কি করতে পারি? এইটা যদি আরো ভয়ংকরভাবে আমাদের শরীল থেকে এইটা এনভায়রনমেন্টে, পরিবেশে ছড়ায় পড়বে। পরিবেশে যদি ছড়ায় পড়ে পরিবেশে আমরা .. শাক সব্জি লতা পাতা বাতাস সবকিছুর মধ্যে এন্টিবায়োটিকের রেসিস্টেন্ট হয়ে যাবে। তখন আপনি যেখানেই যাবেন আপনার রোগটা কোনভাবেই ভাল হহইবোনা। এইজন্যই আমাদের নিয়মটা মেনে চলতে হবে। ঠিক আছে? রোগীরা সুস্থ্য নাও হতে পারে । এইটা হচ্ছে মূলত কথা। আর এইটা যদি আপনি না করেন, রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাহলে এই জায়গাটাতে এইটা হলো বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা এবং আইসিডিডিআরবি। এইটা আপনার বাসায় রেখে দেবেন, এই আপনার একটা গুরুত্বপুর্ন জিনিস। এইটা দেখবেন যে এইখানে টোটাল কথাটাই লেখা আছে। এই যে আমরা বললাম যে আমরা যদি যত্রতত্র এন্টিবায়োটিক খাই বা খাওয়াই তাহলে অনেক ধরনের ইয়ে হবে। এইটা আপনি আপনার বাসায় একটু যত্ন করে রেখে দিয়েন। বা দেখলেন যে এইটা কি জিনিস এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট। ঠিক আছে "আ" ভাই।